



# NEW BLOWN

-An Int'l Standard School-

## Class-Four

### 5<sup>th</sup> Week

Subject	Lesson
Bang.-I	১) বাওয়ালিদের গল্প রিডিং সম্পূর্ণ পড়া এবং শীট থেকে শব্দার্থ + প্রশ্নোত্তর সমূহ পড়া। ২) মোবাইল ফোন রিডিং সম্পূর্ণ পড়া এবং শীট থেকে শব্দার্থ + প্রশ্নোত্তর সমূহ পড়া (দুটি অধ্যায় এর শীট যাবে)
E.F.T	i) Unit-23: Reading + Pg (47: C) C.W; ii) Unit-25: Reading + Pg (51: A) C.W; iii) Unit-27: Reading + Pg (54: B) C.W; iv) Make sentence: Garden, Delicious, Smart, Dinner, Favourite, Suddenly, Cricket, Laugh, Counting.
B.G.S	অধ্যায়-৯ (এলাকার উন্নয়ন): সম্পূর্ণ রিডিং পড়া। রিডিং থেকে শূন্যস্থান ও সংক্ষিপ্ত প্র: অনুশীলন (নিজ)
Science	অধ্যায়-৭ (প্রাকৃতিক সম্পদ) সম্পূর্ণ রিডিং পড়া এবং রিডিং থেকে শূন্যস্থান ও সং:প্র:উ: অনুশীলন। পৃ: ৫৫ এর ১,৩,৫নং পড়া। যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন: প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? আমরা কী কী প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি? পানি সম্পদ ও বনজ সম্পদের দুটি করে ব্যবহার লিখ। পৃ: ৪৮, ৪৯।
Math	১) অধ্যায়-৮ এর (পৃ: ৮৭) এর ৩নং; (৯৪পৃ:) এর ২,৩ নং (১-২)নং ও ৪নং এর (১-১২)নং। ২) ১৬ এর ঘরের নামতা। ৩) জ্যামিতি শীট থেকে (১-৩)নং পড়া।
Islam Reli.	অধ্যায়-৪ এর সম্পূর্ণ রিডিং এবং রিডিং থেকে শূন্যস্থান, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর অনুশীলন (নিজ)
Hindu Reli.	১) অধ্যায়-৬ (১ম পরিচ্ছেদ) সম্পূর্ণ রিডিং, রিডিং থেকে শূন্যস্থান, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর অনুশীলন (নিজ)

### 6<sup>th</sup> Week

Subject	Lesson
Bang.-I	কবিতা: মোদের বাংলা ভাষা, কাজলা দিদি পড়া এবং কবিতা দুটির মূলভাব (বোর্ডবই) পড়া। শীট অনুযায়ী কবিতা দুটির প্রশ্নোত্তর সমূহ পড়া। [মোদের বাংলাভাষা, কাজলা দিদি শীট যাবে]
E.G.C	i) Seen Passage: Model-8,13 (1,2,3) Pg- 31,32,51,52 ii) Unseen Passage: Model-13 (5,7) Pg- 52, 53 iii) Re-arrange: Model-12,13 (12) Pg-50,54 iv) Punctuation: Unit-27 (Pg-137) v) W/H Question: Rule-4(i,ii,iii,iv,v,vi) Pg-142,143 vi) W/H Question: Unit-15, 21,35 (Pg-146,148) vii) F/B by writing the time: Model-8,12 (11 or) Pg-34, 50
B.G.S	অধ্যায়-৯ (এলাকার উন্নয়ন) এর সম্পূর্ণ শীট অর্থাৎ যোগ্যতাভিত্তিক প্র:উ: সমূহ পড়া। (শীট যাবে)
Science	অধ্যায়-৭ এর যোগ্যতাভিত্তিক প্র: উ: ২) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো কী কী? উদাহরণ দাও। প্রাকৃতিক সম্পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী? সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও। ৩) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ কী? আমরা কী ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি সে সম্পর্কে ৬টি বাক্য লিখ। (পৃ: ৫০ থেকে ২নং ও ৫৩, ৫৪ থেকে ৩নং)
Math	১) জ্যামিতির (চিত্রসহ বৈশিষ্ট্য) শীট থেকে (১-৩)নং ২) নামতা: ১৬, ১৭ ঘরের নামতা পড়া ও লিখা। ৩) সংক্ষিপ্ত শীট থেকে (১-২৬)নং পড়া + C.W
Islam Reli.	অধ্যায়-৪ এর যোগ্যতাভিত্তিক শীট থেকে ক,খনং প্রশ্ন পড়া। (শীট যাবে)
Hindu Reli.	৪৩ পৃ: এর (ক,খ,ঘ)নং পড়া। এবং অধ্যায়-৪ এর সম্পূর্ণ শীট রিভি.

**7<sup>th</sup> & 8<sup>th</sup> Week**

<b>Subject</b>	<b>Lesson</b>
<b>Bang.-II</b>	<p>১) যুক্তবর্ণ (মহীয়সী রোকেয়া, বাওয়ালিদের গল্প, হাত ধুয়ে নাও, মোদের বাংলা ভাষা, কাজলাদিদি) অধ্যায় অনুযায়ী পড়া।</p> <p>২) বিরাম চিহ্নের ব্যবহার: ৯৪ পৃ: ১২, ১৭, ১৯।</p> <p>৩) ফরম পূরণ: ১৬৪ পৃ: ৪,৫নং, ১৬৫ পৃ: ৬নং।</p> <p>৪) চিঠি: ১৭২ পৃ: ৪নং, ১৭২ পৃ: ৫নং</p> <p>৫) রচনা: পাট (পৃ: ১৯০, ১৯১); সময়ের মূল্য (পৃ: ২০১)</p> <p>৬) পাঠ্যবই বহির্ভূত অনুচ্ছেদ: ২৩৩ পৃ: নমুনা ৫ এর ৩,৪নং + ২৩৫ পৃ: নমুনা ৬ এর ৩,৪নং পড়া।</p> <p>বি.দ্র: উপরোক্ত পড়া সমূহ করার বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি বই হতে পড়তে হবে।</p>
<b>Eng-II</b>	<p>i) Right from of veb: Rule-6,7,8 (Pg-104), Rule-9,10 (Pg-104)</p> <p>2) Article: Use of A (Rule a-d), Use of An (Rule a-b,c,f) Pg-85, 86.</p> <p>3) Article: Use of The (Rule-a,c,e,f,i, j, k.l) Pg-86, 87</p> <p>4) Exercise: Pg-58 (D,E), Pg-62 (D,F) Pg-102 (E)</p> <p>5) Application for extra classes (sheet given)</p> <p>6) Paragraph: Your favourite sports (Sheet given)</p> <p>7) Definition, structure, example of Imperative sentence (Pg-32,33)</p> <p>8) Definition, Kinds, example of verb + Use of auxiliary verb (Pg-56, 57)</p> <p>9) Definition, structure, example of Past Indefinite, Past Continuous Tense (Pg-91)</p> <p>10) Definition, structure, example of Past Perfect, Past Perfect Continuous Tense (Pg-91)</p> <p>11) Definition, Kinds, Example of Adverb (Pg-59, 60)</p>
<b>B.G.S</b>	<p>অধ্যায়-১০: এর সম্পূর্ণ রিডিং, রিডিং থেকে শূন্যস্থান ও সং:প্র:উ: অনুশীলন (নিজ) এবং সম্পূর্ণ শীট পড়া। (শীট যাবে)</p>
<b>Science</b>	<p>অধ্যায়-৮ (মহাবিশ্ব) সম্পূর্ণ রিডিং পড়া + ৬১ পৃ: এর অনুশীলনীর ১,৩,৫নং পড়া। এবং অধ্যায় অনুযায়ী যোগ্যতাভিত্তিক প্র:উ: সমূহ হলো: ১) চাঁদ কী? চাঁদ কী দিয়ে গঠিত হয়? চাঁদের দশা বা পর্যায় সমূহ বর্ণনা কর (পৃ: ৫৭) ২) সৌরজগৎ কী? সৌরজগৎ এর গ্রহ সমূহ কীকী? নক্ষত্র ও গ্যালাক্সি সম্পর্কে ২টি করে বাক্য লিখ: (পৃ: ৫৮,৬০)। * শব্দকোষ: (জীবাশ্ম - বিলুপ্ত হওয়া) পর্যন্ত পড়া।</p>
<b>Math</b>	<p>১) অধ্যায়-৫ এর ৬২ পৃ: এর ৫নং, ৬৪ পৃ: উদাহরণ ২ এর (১,২)নং, সহজ পদ্ধতির গুণ ২ এর (১-৬)নং, ৩নং এবং পৃ: ৬৫ এর (১-৬)নং সব C.W</p>
<b>Islam Reli.</b>	<p>১) অধ্যায়-৪ এর যোগ্যতাভিত্তিক শীট এর গ, ঘ,ঙ অর্থাৎ সম্পূর্ণ শীট পড়া।এবং ১ম-৪র্থ সপ্তাহের অধ্যায়-২ এর (বই+শীট) পুনরায় পড়া এবং রিভিশন।</p>
<b>Hindu Reli.</b>	<p>১) অধ্যায়-৬(২য় পরিচ্ছেদ) সম্পূর্ণ রিডিং। রিডিং থেকে শূন্যস্থান পূরণ + পৃ: (৪৭-৪৯) এর (ক,খ,ঘ)নং পড়া। বি.দ্র: যোগ্যতাভিত্তিক এর শীট পরে দেওয়া হবে।</p>



## বাওয়ালিদের গল্প

### ১। শব্দার্থঃ

জন্মভূমি	= যে ভূমি বা দেশে একজন জন্মায়
কৃষিবাদ	= চাষাবাদ
পরিশ্রম	= খাটা খাটুনির কাজ
হিংস্র	= প্রাণ হারক, হিংসায়ুক্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট
সর্তক	= সাবধান
লবণাক্ত	= লবণ মেশানো। নোস্তা স্বাদের

### ২। প্রশ্নোত্তরঃ

#### ক) সুন্দরবন বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?

উত্তরঃ আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, বঙ্গোপসাগরের উপরে সুন্দরবন অবস্থিত।

#### খ) সুন্দরবনের গাছপালা কোথা থেকে পানি পায়?

উত্তরঃ সুন্দরবনের গাছপালার পানির উৎস হচ্ছে বঙ্গোপসাগর।

#### গ) বাওয়ালি কারা?

উত্তরঃ সুন্দরবনে যারা কাঠ কাটে ও বিক্রি করে তাদেরকে বলে বাওয়ালি।

#### ঘ) বাওয়ালিদের কাজ এত বিপদজনক কেন?

উত্তরঃ বাওয়ালিরা সুন্দরবনে কাঠ কাটে ও বিক্রি করে। এজন্য তাদেরকে প্রতিদিন গ্রাম থেকে বনে আসতে হয়। বনে রয়েছে অনেক হিংস্র পশুর বসবাস। ফলে এদের আক্রমণের ভয় রয়েছে। এছাড়া রয়েছে সুপেয় পানীয় জলের অভাব। আর এ সকল কারণেই বাওয়ালিদের কাজ এত বিপদজনক।

#### ঙ) সুন্দরবনে কাজ করার সময় কোনটি বাওয়ালিদের কাছে বেশি মূল্যবান, খাবার না খাবার পানি ? কেন?

উত্তরঃ সুন্দরবনে কাজ করার সময় খাবার অপেক্ষা খাবার পানি বাওয়ালিদের কাছে বেশি মূল্যবান। সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে লবণাক্ত পানির নদী আর ছোট খাল বয়ে চলেছে। মানুষ লবণাক্ত পানি খেতে পারেনা। তাই তারা বাড়ী থেকে ছোট ছোট পাত্রে করে পানি নিয়ে আসে। খুব সাবধানে তারা এ খাবার পানির ব্যবহার করে। একটুও অপচয় করেনা। কারণ পানি শেষ হয়ে গেলে সহজেই খাওয়ার পানি পাওয়া যাবে না সুন্দরবনে।



## মোবাইল ফোন

### শব্দার্থঃ

তরঙ্গ	- ঢেউ	উদ্ভাবন	- আবিষ্কার করা
গবেষক	- যিনি গবেষণা করেন	সমন্বয়	- মিলন
অদৃশ্য	- অগোচর		

### প্রশ্নোত্তরঃ

#### ক) মোবাইল ফোন আজকের দিনে কী কী কাজে লাগে?

উত্তরঃ মোবাইল ফোন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র। প্রতিদিনের জীবনে মোবাইল ফোন নানা কাজে ব্যবহার হচ্ছে। যেমন-

- একজনের সাথে অন্যজনের কথা বলা যায়।
- স্কুদেবার্তা পাঠানো যায়।
- সময় দেখা ও হিসেব করা যায়।
- ছবি তোলা, ভিডিও করা, ছবি ও ভিডিও পাঠানো যায়।
- গান শোনা, ছবি দেখা ও ইন্টারনেটের কাজ করা যায়।

#### খ) মোবাইল ফোন উদ্ভাবনের জন্য কারা করা কাজ করেছেন?

উত্তরঃ আধুনিক কালের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো মোবাইল ফোন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটার উদ্ভাবন কাজ শুরু হয়। আর এই মোবাইল ফোন আবিষ্কারের ইতিহাসে রিচার্ড এইচ. ফ্রাংকিয়েল, জোয়েল এস. এ্যাঞ্জেল ও মার্টিন কুপারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

#### গ) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কীভাবে অন্যজনের সাথে কথা হয়?

উত্তরঃ আজকের দিনে মোবাইল ফোন দেখেনি বা কথা বলেনি এমন কেউ নেই। মোবাইল ফোনে কথা বলার কাজটি হয় বেতার তরঙ্গের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। প্রতিটি সেটের মধ্যে থাকে গ্রাহক যন্ত্র। প্রতিটি এলাকায় স্থাপিত টাওয়ার গ্রহণ ও প্রেরণের কাজটি সম্পন্ন করে। একটি নাম্বারে কল করা হলে সবচেয়ে কাছের টাওয়ারের মাধ্যমে অন্য প্রান্তের ফোন সেট খুঁজে নেয়। একটাতে না পেলে রিলে রেসের মতো করে সেটি পরপর যতগুলো টাওয়ার দরকার তার সব পার হয়ে মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যায় নম্বরটিতে।

#### ঘ) মোবাইলে কথা বলার জন্য সব জায়গায় কী বসাতে হয়?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনে কথা বলার জন্য সব জায়গায় টাওয়ার বসাতে হয়।

#### ঙ) এসএমএস কী এবং কখন কাজে লাগে?

উত্তরঃ কথা না বলে খুব কম শব্দে কিছু লিখে কাউকে কোনো খবর পাঠানোকে স্কুদে বার্তা বলে। সংক্ষেপে SMS বলে। নেটওয়ার্কে সমস্যার কারণে কথা ভালো শোনা না গেলে বা কথা বলতে না চাইলে টাইপ করে স্কুদেবার্তা পাঠানো যায়।



বিষয়ঃ গণিত

শ্রেণিঃ চতুর্থ

## অধ্যায়-৮

(পৃঃ ৮৭)

৩।

$$(১) \frac{১}{৩} + \frac{১}{৩}$$

$$= \frac{১+১}{৩}$$

$$= \frac{২}{৩}$$

ধেঃ  $\frac{২}{৩}$

$$(১) \frac{২}{৩} - \frac{১}{৩}$$

$$= \frac{২-১}{৩}$$

$$= \frac{১}{৩}$$

ধেঃ  $\frac{১}{৩}$

$$(২) \frac{২}{৭} + \frac{৪}{৭}$$

$$= \frac{২+৪}{৭}$$

$$= \frac{৬}{৭}$$

ধেঃ  $\frac{৬}{৭}$

$$(২) \frac{৭}{৯} - \frac{৫}{৯}$$

$$= \frac{৭-৫}{৯}$$

$$= \frac{২}{৯}$$

ধেঃ  $\frac{২}{৯}$

$$(৩) \frac{৫}{৬} + \frac{১}{৬}$$

$$= \frac{৫+১}{৬}$$

$$= \frac{৬}{৬}$$

$$= ১$$

ধেঃ ১

$$(৩) ১ - \frac{২}{৩}$$

$$= \frac{৩ \times ১ - ২}{৩}$$

$$= \frac{৩-২}{৩}$$

$$= \frac{১}{৩}$$

ধেঃ  $\frac{১}{৩}$

$$(৪) \frac{৩}{১০} + \frac{৭}{১০}$$

$$= \frac{৩+৭}{১০}$$

$$= \frac{১০}{১০}$$

$$= ১$$

ধেঃ ১

$$(৪) ১ - \frac{৭}{১০}$$

$$= \frac{১০ \times ১ - ৭}{১০}$$

$$= \frac{১০-৭}{১০}$$

$$= \frac{৩}{১০}$$

ধেঃ  $\frac{৩}{১০}$

(পূ: ৯৪)

২।

$$(১) \frac{৬}{৯}, \frac{৩}{৯}, \frac{৭}{৯}, \frac{২}{৯}$$

$$= \frac{৬}{৯}, \frac{৩}{৯}, \frac{৭}{৯}, \frac{২}{৯} \text{ ভগ্নাংশগুলোর}$$

$$\text{লব} = ৬, ৩, ৭, ২$$

$$\text{হর} = ৯$$

যেহেতু,  $২ < ৩ < ৭ < ৬$

গাণিতিক প্রতীক ব্যবহার করে ভগ্নাংশ গুলোকে ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজিয়ে পাই,  $\frac{২}{৯} < \frac{৩}{৯} < \frac{৬}{৯} < \frac{৭}{৯}$

$$(২) \frac{৪}{৯}, \frac{৪}{৫}, \frac{৪}{১১}, \frac{৪}{৯}$$

ভগ্নাংশগুলোর লব ৪ এবং হর ৯, ৫, ১১, ৯

যেহেতু,  $১১ < ৯ < ৯ < ৫$

∴ গাণিতিক প্রতীক ব্যবহার করে ভগ্নাংশগুলোকে ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজিয়ে পাই,  $\frac{৪}{১১} < \frac{৪}{৯} < \frac{৪}{৯} < \frac{৪}{৫}$

$$(৩) \frac{১১}{২৩}, \frac{১১}{১৩}, \frac{১১}{১৭}, \frac{১১}{৯১}$$

ভগ্নাংশগুলোর লব ১১ এবং হর ২৩, ১৩, ১৭, ৯১

যেহেতু,  $৯১ < ২৩ < ১৭ < ১৩$

∴ গাণিতিক প্রতীক ব্যবহার করে ভগ্নাংশগুলোকে ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজিয়ে পাই,  $\frac{১১}{৯১} < \frac{১১}{২৩} < \frac{১১}{১৭} < \frac{১১}{১৩}$

$$\text{হর} = ৯$$

যেহেতু,  $২ < ৩ < ৭ < ৬$

গাণিতিক প্রতীক ব্যবহার করে ভগ্নাংশ গুলোকে ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজিয়ে পাই,  $\frac{১১}{৯১} < \frac{১১}{২৩} < \frac{১১}{১৭} < \frac{১১}{১৩}$

পূ: ৯৪(৩নং)

৩।

$$(১) \frac{১}{৩} = \frac{\square}{৬}$$

এখানে,  $৩ \times ২ = ৬$

$$\frac{১}{৩} = \frac{১ \times ২}{৩ \times ২} = \frac{২}{৬}$$

$$\therefore \frac{১}{৩} = \frac{\square}{৬}$$

উত্তর: ২

$$(২) \frac{৩}{৭} = \frac{\square}{২৮}$$

এখানে,  $৭ \times ৪ = ২৮$

$$\frac{৩}{৭} = \frac{৩ \times ৪}{৭ \times ৪} = \frac{১২}{২৮}$$

$$\therefore \frac{৩}{৭} = \frac{\square}{২৮}$$

উত্তর: ১২

$$৩) \frac{৩}{৪} = \frac{\square}{৩৬}$$

এখানে,  $৪ \times ৯ = ৩৬$

$$\frac{৩}{৪} = \frac{৩ \times ৯}{৪ \times ৯} = \frac{২৭}{৩৬}$$

$$\therefore \frac{৩}{৪} = \frac{\boxed{২৭}}{৩৬}$$

উত্তর: ২৭

$$৫) \frac{২}{৯} = \frac{১৬}{\square}$$

এখানে,  $২ \times ৮ = ১৬$

$$\frac{২}{৯} = \frac{২ \times ৮}{৯ \times ৮} = \frac{১৬}{৭২}$$

$$\therefore \frac{২}{৯} = \frac{\boxed{১৬}}{৭২}$$

উত্তর: ৭২

$$৭) \frac{৩}{৬} = \frac{\square}{২}$$

এখানে,  $৬ \div ২ = ৩$

$$\frac{৩}{৬} = \frac{৩ \div ৩}{৬ \div ৩} = \frac{১}{২}$$

$$\therefore \frac{৩}{৬} = \frac{\boxed{১}}{২}$$

উত্তর: ১

$$৯) \frac{১৮}{৩৬} = \frac{\square}{৯}$$

এখানে,  $৩৬ \div ৯ = ৪$

$$\frac{১৮}{৩৬} = \frac{১৮ \div ৪}{৩৬ \div ৪} = \frac{৭}{৯}$$

$$\therefore \frac{১৮}{৩৬} = \frac{\boxed{৭}}{৯}$$

উত্তর: ৭

$$(৪) \frac{৪}{৫} = \frac{১২}{\square}$$

এখানে,  $৪ \times ৩ = ১২$

$$\frac{৪}{৫} = \frac{৪ \times ৩}{৫ \times ৩} = \frac{১২}{১৫}$$

$$\therefore \frac{৪}{৫} = \frac{\boxed{১২}}{১৫}$$

উত্তর: ১৫

$$(৬) \frac{৫}{৮} = \frac{৩০}{\square}$$

এখানে,  $৬ \times ৫ = ৩০$

$$\frac{৫}{৮} = \frac{৫ \times ৬}{৮ \times ৬} = \frac{৩০}{৪৮}$$

$$\therefore \frac{৫}{৮} = \frac{\boxed{৩০}}{৪৮}$$

উত্তর: ৪৮

$$(৮) \frac{১২}{২০} = \frac{\square}{৫}$$

এখানে,  $২০ \div ৫ = ৪$

$$\frac{১২}{২০} = \frac{১২ \div ৪}{২০ \div ৪} = \frac{৩}{৫}$$

$$\therefore \frac{১২}{২০} = \frac{\boxed{৩}}{৫}$$

উত্তর: ৩

$$(১০) \frac{৩৩}{৬৬} = \frac{১}{\square}$$

এখানে,  $৩৩ \div ১ = ৩৩$

$$\frac{৩৩}{৬৬} = \frac{৩৩ \div ৩৩}{৬৬ \div ৩৩} = \frac{১}{২}$$

$$\therefore \frac{৩৩}{৬৬} = \frac{\boxed{১}}{২}$$

উত্তর: ২

$$১১) \frac{৫}{৬৫} = \frac{১}{\square}$$

এখানে,  $৫ \div ৫ = ১$

$$\frac{৫}{৬৫} = \frac{৫ \div ৫}{৬৫ \div ৫} = \frac{১}{১৩}$$

$$\therefore \frac{৫}{৬৫} = \frac{১}{\boxed{১৩}}$$

উত্তর: ১৩

$$(১২) \frac{১২}{৫৪} = \frac{২}{\square}$$

এখানে,  $১২ \div ২ = ৬$

$$\frac{১২}{৫৪} = \frac{১২ \div ২}{৫৪ \div ৬} = \frac{২}{৯}$$

$$\therefore \frac{১২}{৫৪} = \frac{২}{\boxed{৯}}$$

উত্তর: ৯

(পূ: ৯৪)

৪।

$$১) \frac{৬}{১২}$$

$$= \frac{৬ \div ৬}{১২ \div ৬} = \frac{১}{২}$$

$$= \frac{১}{২}$$

$$\therefore \frac{৬}{১২} \text{ এর লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ } \frac{১}{২}$$

বিকল্প পদ্ধতি,

$$\frac{৬}{১২} \text{ [ ৬ এর নামতা দ্বারা ভাগ করে]}$$

$$= \frac{১}{২}$$

$$২) \frac{৩}{২১}$$

$$= \frac{৩ \div ৩}{২১ \div ৩} = \frac{১}{৭}$$

$$= \frac{১}{৭}$$

$$\therefore \frac{৩}{২১} \text{ এর লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ } \frac{১}{৭}$$

বিকল্প পদ্ধতি,

$$\frac{৩}{২১}$$

$$= \frac{১}{৭}$$

$$৩) \frac{৯}{৩৬}$$

$$= \frac{৯ \div ৯}{৩৬ \div ৯} = \frac{১}{৪}$$

$$= \frac{১}{৪}$$

$$\therefore \frac{৯}{৩৬} \text{ এর লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ } \frac{১}{৪}$$

$$(৪) \frac{১৬}{৪৮}$$

$$= \frac{১৬ \div ১৬}{৪৮ \div ১৬}$$

$$= \frac{১}{৩}$$

$$\therefore \frac{১৬}{৪৮} \text{ এর লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ } \frac{১}{৩}$$



$$(৫) \frac{৮}{১২}$$

$$= \frac{৮ \div ৪}{১২ \div ৪}$$

$$= \frac{২}{৩}$$

$$\therefore \frac{৮}{১২} \text{ এর লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ } \frac{২}{৩}$$

$$(৬) \frac{৯}{১২}$$

$$= \frac{৯ \div ৩}{১২ \div ৩}$$

$$= \frac{৩}{৪}$$

$$\therefore \frac{৯}{১২} \text{ এর লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ } \frac{৩}{৪}$$

$$৭) \frac{২০}{২৫}$$

$$= \frac{২০ \div ৫}{২৫ \div ৫}$$

$$= \frac{৪}{৫}$$

$$\therefore \frac{২০}{২৫} \text{ এর লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ } \frac{৪}{৫}$$

$$(৮) \frac{৩২}{৩৬}$$

$$= \frac{৩২ \div ৪}{৩৬ \div ৪}$$

$$= \frac{৮}{৯}$$

$$\therefore \frac{৩২}{৩৬} \text{ এর লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ } \frac{৮}{৯}$$

$$৯) \frac{১৮}{৩০}$$

$$= \frac{১৮ \div ৬}{৩০ \div ৬}$$

$$= \frac{৩}{৫}$$

$$\therefore \frac{১৮}{৩০} \text{ এর লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ } \frac{৩}{৫}$$

$$(১০) \frac{১৬}{২৮}$$

$$= \frac{১৬ \div ৪}{২৮ \div ৪}$$

$$= \frac{৪}{৭}$$

$$\therefore \frac{১৬}{২৮} \text{ এর লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ } \frac{৪}{৭}$$

$$১১) \frac{২৮}{৪৯}$$

$$= \frac{২৮ \div ৭}{৪৯ \div ৭}$$

$$= \frac{৪}{৭}$$

$$\therefore \frac{২৮}{৪৯} \text{ এর লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ } \frac{৪}{৭}$$

$$(১২) \frac{২৪}{৪০}$$

$$= \frac{২৪ \div ৮}{৪০ \div ৮}$$

$$= \frac{৩}{৫}$$

$$\therefore \frac{২৪}{৪০} \text{ এর লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ } \frac{৩}{৫}$$

নামতা: ১৬ ও ১৭ এর ঘরের।

$১৬ \times ১ = ১৬$	$১৭ \times ১ = ১৭$
$১৬ \times ২ = ৩২$	$১৭ \times ২ = ৩৪$
$১৬ \times ৩ = ৪৮$	$১৭ \times ৩ = ৫১$
$১৬ \times ৪ = ৬৪$	$১৭ \times ৪ = ৬৮$
$১৬ \times ৫ = ৮০$	$১৭ \times ৫ = ৮৫$
$১৬ \times ৬ = ৯৬$	$১৭ \times ৬ = ১০২$
$১৬ \times ৭ = ১১২$	$১৭ \times ৭ = ১১৯$
$১৬ \times ৮ = ১২৮$	$১৭ \times ৮ = ১৩৬$
$১৬ \times ৯ = ১৪৪$	$১৭ \times ৯ = ১৫৩$
$১৬ \times ১০ = ১৬০$	$১৭ \times ১০ = ১৭০$



**NEW BLOWN**

- An Int'l Standard School -

মে সপ্তাহ

বিষয়ঃ গণিত

শ্রেণিঃ চতুর্থ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর:

১।  $২০ - (১০ \times ৮)$  এর মান কত?

উ: ১২০

২। দুইটি সংখ্যার গুণফল ৪৫০। একটি সংখ্যা ৪৫ হলে, অপর সংখ্যাটি কত?

উ: ১০

৩। ৮৭ কীরূপ সংখ্যা?

উ: বিজোড় যৌগিক সংখ্যা।

৪। প্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে?

উ: যে ভগ্নাংশের লব ছোট ও হর বড় তাকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলে।

৫। অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে?

উ: যে ভগ্নাংশের লব বড় ও হর ছোট তাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলে।

৬। সমতুল ভগ্নাংশ কী?

উ: দুইটি ভগ্নাংশের মান সমান হলে ভগ্নাংশ দুইটি কে সমতুল ভগ্নাংশ বলে।

৭। গ.সা.গু কী?

উ: গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক।

৮। ল.সা.গু কী?

উ: লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক।

৯। ২৪ ও ৩৬ এর গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক নির্ণয় কর।

উ: ১২

১০। একটি ভগ্নাংশের হর ও লবকে একই সংখ্যা দ্বারা করলে ভগ্নাংশটি ---- পাওয়া যায়।

উ: সমতুল ভগ্নাংশ।

১১। হর একই হলে যে ভগ্নাংশের লব বড় সেই ভগ্নাংশটি-----।

উ: বড়

১২। লব একই হলে যে ভগ্নাংশের হর ---- সেই ভগ্নাংশটি বড়।

উ: ছোট

১৩। লব ৫ ও হর ১১, ভগ্নাংশটি হবে-----।

উ:  $\frac{৫}{১১}$

১৪।  $\frac{৫}{১১} \square \frac{৫}{১১}$

উ: <

$$১৫। \frac{১২}{৪} = \square$$

উ: ৩

১৬। ৭০ কোণের বিপ্রতীপ কোণ কত?

উ: ৭০

১৭। সংখ্যা প্রতীক কাকে বলে?

উ: যে প্রতীকগুলো সংখ্যা লেখার জন্য ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে সংখ্যা প্রতীক বলে।

১৮। সংখ্যা প্রতীক কয়টি ও কী কী?

উ: দশটি। যথা- ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯।

১৯। প্রক্রিয়া প্রতীক কাকে বলে?

উ: যে প্রতীকগুলো প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে প্রক্রিয়া প্রতীক বলে।

২০। প্রক্রিয়া প্রতীক কয়টি কী কী?

উ: প্রক্রিয়া প্রতীক ৪টি। যথা- +, -, ×, ÷।

২১। সম্পর্ক প্রতীক বলতে কী বোঝায়?

উ: সংখ্যার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে যে যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে সম্পর্ক প্রতীক বলে।

২২। সম্পর্ক প্রতীক কয়টি কী কী?

উ: ৭টি। যথা- <, >, ≤, ≥, ≠, =, ≠।

২৩। বিপরীত সম্পর্কগুলো লিখ।

উ: ≠, ≠, ≠।

২৪। লব কী?

উ: একটি ভগ্নাংশের উপরের সংখ্যাটি হলো লব।

২৫। হর কী?

উ: একটি ভগ্নাংশের নিচের সংখ্যাটি হলো হর।

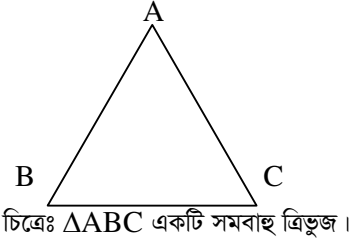
$$২৬। \frac{১৬}{৪৮} = \square ?$$

উ:  $\frac{১}{৩}$

জ্যামিতি (বোর্ড বই অনুযায়ী)

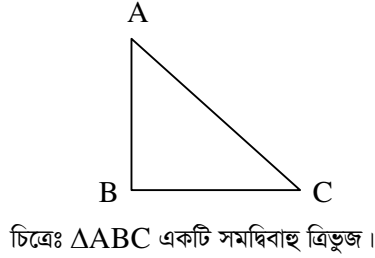
১। সমবাহু ত্রিভুজ কাকে বলে? (চিত্রসহ)

উত্তরঃ যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই পরস্পর সমান তাকে সমবাহু ত্রিভুজ বলে। সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি কোণই সমান এবং এরা প্রত্যেকেই  $60^\circ$ ।



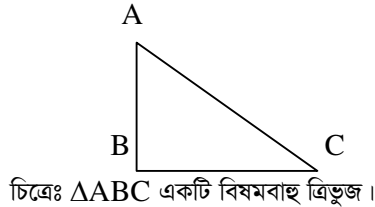
২। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ কাকে বলে? (চিত্রসহ)

উত্তরঃ যে ত্রিভুজের দুইটি বাহু পরস্পর সমান তাকে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বলে। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের দুইটি সমান কোণ রয়েছে।



৩। বিষমবাহু ত্রিভুজ কাকে বলে? (চিত্রসহ)

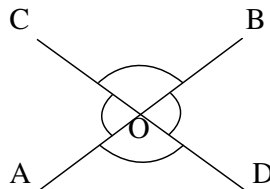
উত্তরঃ যে ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহু পরস্পর অসমান, তাকে বিষমবাহু ত্রিভুজ বলে। বিষমবাহু ত্রিভুজের কোনো কোণই সমান নয়।



চিত্রসহ সংজ্ঞা ও ২টি করে বৈশিষ্ট্য লিখঃ

১। বিপ্রতীপ কোণ কাকে বলে? (চিত্রসহ বৈশিষ্ট্য)

সংজ্ঞাঃ দুইটি সরল রেখা এক বিন্দুতে ছেদ করলে ছেদ বিন্দুতে যে চারটি কোণ উৎপন্ন হয় তার একটিকে অপরটির বিপ্রতীপ কোণ বলে।



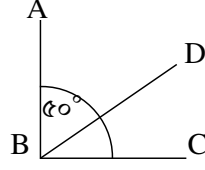
চিত্রে:  $\angle BOC =$  বিপ্রতীপ  $\angle AOD$  এবং  $\angle AOC =$  বিপ্রতীপ  $\angle BOD$

বৈশিষ্ট্যঃ

- বিপ্রতীপ কোণগুলো পরস্পর সমান হয়।
- বিপ্রতীপ কোণদ্বয় পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থান করে।

২। পূরক কোণ কাকে বলে? (চিত্রসহ বৈশিষ্ট্য)

সংজ্ঞাঃ দুইটি কোণের পরিমাণ এক সমকোণ বা  $৯০^\circ$  (ডিগ্রি) এর সমান হলে কোণ দুটিকে একে অপরের পূরককোণ বলে।



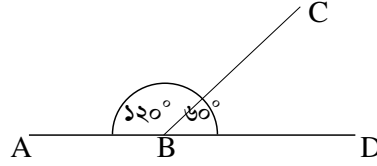
চিত্রেঃ  $\angle ABD$  ও  $\angle DBC$  পরস্পর পূরককোণ

বৈশিষ্ট্যঃ

- পূরককোণদ্বয় পরস্পর অসমান
- পূরক কোণদ্বয়ের সমষ্টি এক সমকোণ বা  $৯০^\circ$ ।

৩। সম্পূরক কোণ কাকে বলে? (চিত্রসহ বৈশিষ্ট্য)

সংজ্ঞাঃ দুইটি কোণের পরিমাপের যোগফল দুই সমকোণ বা  $1৮০^\circ$ -এর সমান হলে, কোণ দুটির একটিকে অপরটির সম্পূরক কোণ বলে।



চিত্রেঃ  $\angle ABC$  ও  $\angle CBD$  এতে অপরটির সম্পূরক কোণ।

বৈশিষ্ট্যঃ

- সম্পূরক কোণ দ্বয়ের সমষ্টি এক সরল কোণের সমান।
- সম্পূরক কোণদ্বয় পরস্পর অসমান হয়।

**অধ্যায়-৪****যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর:**

ক) ফারহা প্রতিদিন সকালে একটি আসমানি কিতাব পাঠ করে যা পৃথিবীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ। কিতাবটির নাম কী? এটি কার উপর নাজিল হয়েছে? এ কিতাব পাঠ সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

**উত্তর:** ফারহা প্রতিদিন সকালে আল কতুরআন পাঠ করে। এটি হযরত মুহাম্মদ (স) এর উপর নাজিল হয়েছে। এক কিতাব পাঠ সম্পর্কে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন “তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়।”

তাই, আমরা কুরআন মজিদ শুদ্ধ করে শিখব। অপরকে শিখাব। কুরআন মজিদের নির্দেশ মতো চলব।

খ) সিয়ামের আরবি শিক্ষক তাকে কুরআন পড়ার সময় কিছু কিছু হরফ টেনে পড়তে বললেন। এ টেনে পড়ার নিয়মকে কী বলে? এর কি কোনো হরফ আছে? এ টেনে পড়ার নিয়মের তিনটি উদাহরণ দাও।

**উত্তর:** সিয়ামের আরবি শিক্ষক যে হরফগুলো টেনে পড়তে বলেছেন তাকে মাদ্দ বলে। মাদ্দ এর হরফ তিনটি।

যেমন- ১) আলিফ - ا , ২) ওয়াও - و ; ৩) ইয়া - ي ।

মাদ্দের হরফের তিনটি উদাহরণ হলো-

১) যবর এর পরে আলিফ ( ا ) থাকলে একটু টেনে পড়তে হয়। যথা: কা-লা

২) যের এর পরে জযমযুক্ত ইয়া ( ي ) থাকলে একটু টেনে পড়াতে হয়। যথা- = কী-লা

৩) পেশ এর পরে জযমযুক্ত ওয়াও ( و ) থাকলে একটু টেনে পড়তে হয়। যথা - = কু-লু

তাই বলা যায়, মাদ্দের হরফগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে হলে আমাদেরকে মাদ্দের হরফগুলোকে জেনে সঠিকভাবে সেগুলোকে টেনে পড়তে হবে।

গ) মাহির শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে। এর বিনিময়ে সে অনেক সওয়াব পায়। মাহিরের শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের নিয়মকে কী বলে? তিলাওয়াতে প্রত্যেক হরফের জন্য সে কয়টি সওয়াব পাবে-এসম্পর্কে মহানবি (স) এর বাণীটি লিখ। সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করার চারটি ফজিলত লিখ।

**উত্তর:** মাহিরের শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের নিয়মকে তাজবীদ বলে। তিলাওয়াতে প্রত্যেক হরফের জন্য সে যে সওয়াব পাবে- সে সম্পর্কে মহানবি (স) এর বাণীটি হলো- “কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করলে প্রত্যেক হরফের জন্য ১০টি সওয়াব পাওয়া যায়।”

সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করার চারটি ফজিলত হলো-

১) সঠিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করতে অর্থ ঠিক থাকে।

২) সালাত শুদ্ধ হয়।

৩) আল্লাহপাক খুশি হন।

৪) মন পবিত্র থাকে।

সালাতে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত ফরজ। তাই তিলাওয়াত শুদ্ধ হওয়া দরকার। সঠিকভাবে সালাত আদায় এবং কুরআন মজিদের অর্থ ঠিক রাখতে আমাদের শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিখা একান্ত প্রয়োজন।

ঘ) মাগরিবের নামাজের সময় ইমাম সাহেব একটি সূরা পাঠ করেন। যেখানে মহানবি (স) এর এক চাচার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সূরাটির নাম কী? এর আয়াত সংখ্যা কয়টি? এ সূরা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর: ইমাম সাহেবের তিলাওয়াতকৃত সূরাটি হলো সূরা লাহাব। এ সূরার আয়াত সংখ্যা ৫টি। এ সূরা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হলো—

- ১) কখনো অসৎ উপায়ে উপার্জন করা যাবে না।
- ২) সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে।
- ৩) সহপাঠী ও প্রতিবেশীদের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না।
- ৪) অসাক্ষাতে কারও পরনিন্দা করা যাবে না।

সূরা লাহাব থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করব। অসৎ উপায়ে উপার্জন করব না। আত্মীয় স্বজন, পারা-প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। কারও নিন্দা করব না।

ঙ) নাফিজ ৫ ওয়াক্ক নামাজের প্রতি ওয়াক্কে একটি সূরা পড়েন। সূরাটি ছোট হলেও এর মাহাত্ম অনেক বেশি। এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হয়। সূরাটির নাম কী? সূরাটির বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ লেখ।

উত্তর: নাফিজ যে সূরাটি পড়েন সে সূরাটির নাম হলো সূরা ইখলাস। সূরা ইখলাস এর বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ নিচে দেওয়া হলো—

বাংলা উচ্চারণ: কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস সামাদ। লাম ইয়ালিদ; ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ।

অর্থ: সূরা ইখলাস এর অর্থ হলো—

- ১) বলো, তিনি আল্লাহ, একক।
- ২) আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।
- ৩) তাঁর কোনো সন্তান নাই এবং তিনি কারও সন্তান নন।
- ৪) এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নাই।

সূরা ইখলাসের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পাই। তাই সূরা ইখলাস এ আমরা যে শিক্ষা পাই তা আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করব।

চ) তাসমীয়া জানতে পারল যে, কুরআন মজিদে ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে সবকিছু রয়েছে। তাই সে প্রতিদিন কুরআন পাঠ করে। পাঠের সময় সে একই হরফ পাশাপাশি দু'বার উচ্চারণ করে। তার এ উচ্চারণকে তুমি কী বলবে? কুরআন মজিদ কার কালাম? কুরআন মজিদে ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে কী কী বলে দেয়া হয়েছে তা ৫টি বাক্যে লিখ।

উত্তর: তাসমীয়ার একই হরফ পাশাপাশি দু'বার উচ্চারণ করাকে তাশদীদ বলে। কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম। কুরআন মজিদে ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে যা যা বলা হয়েছে তা ৫টি বাক্যে দেওয়া হলো—

- ১) আমরা দুনিয়াতে কীভাবে শান্তিতে বসবাস করব তা বলা হয়েছে।
- ২) কী কাজ করলে আখিরাতে শান্তি পাব তা বলা হয়েছে।
- ৩) কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করব তা বলা হয়েছে।
- ৪) কোন কাজ ন্যায় ও কোন কাজ অন্যায় তা বলা হয়েছে।
- ৫) কোন কাজ করলে শান্তি হবে তা বলা হয়েছে।

তাই, বুঝতে পারলাম যে, কুরআন মজিদ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আমরা সবাই বেশি বেশি কুরআন মজিদ পাঠ করব এবং এর নির্দেশমতো চলব।





## কাজলাদিদি

-যতীন্দ্রমোহন বাগচী

২। প্রশ্নোত্তর:

ক) কাজলা দিদি কোথায় গেছে?

উত্তরঃ কাজলা দিদি চিরদিনের জন্য পরপারে চলে গেছে অর্থাৎ মারা গেছে।

খ) কখন কাজলা দিদির কথা বেশি মনে পড়ে?

উত্তরঃ যখন বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ ওঠে, পুকুর পাড়ে নেবুর তলে যখন জোনাকির আলো জ্বলে এবং রাতে যখন ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না তখন ছোট বোনের তার কাজলা দিদির কথা বেশি মনে পড়ে।

গ) কাজলা দিদির কথা উঠলে মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন কেন?

উত্তরঃ ছোট্ট মেয়েটি যেন বুঝতে না পারে তার দিদি মরে গেছে। তাই কাজলা দিদির কথা উঠলে মা আঁচল দিয়ে তার অশ্রুভেজা মুখ ঢেকে রাখেন।

ঘ) পুতুলের বিয়ের সময় দিদির কথা মনে পড়ে কেন?

উত্তরঃ ছোট্ট মেয়েটি তার দিদিকে খুব ভালোবাসতো। তার খেলা ও আনন্দের একমাত্র সাথি ছিল দিদি। পুতুলের বিয়ে হবে অথচ তার দিদি থাকবে না একথা ছোট্ট মেয়েটি ভাবতেই পারে না। তাই সে বারবার দিদিকে খুঁজছে।

ঙ) ‘আমিও নাই দিদিও নাই, কেমন মজা হবে’ –একথা বলে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তরঃ ছোট্ট মেয়েটির ধারণা তার দিদি তাকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে তার মা বিষয়টি জেনেও তাকে বলছে না। তাই খুকি অভিমান করে তার মায়ের সাথে এ কথাগুলো বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছে। দিদির মতো সেও যদি না থাকে তবে মা দুজনকে না পেয়ে খুবই কষ্ট পাবেন।



## মোদের বাংলা ভাষা –সুফিয়া কামাল

### প্রশ্নোত্তরঃ

ক) বাংলাদেশে ‘কামার কুমার জেলে চাষা’ কোন ভাষাতে কথা বলেন?

উত্তরঃ বাংলাদেশে ‘কামার কুমার জেলে চাষা’ বাংলা ভাষায় কথা বলে।

খ) এ দেশের মানুষের ‘বেদন’ কী?

উত্তরঃ অনেক প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি এই বাংলাভাষা। আমাদের দেশের মানুষ মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলে। মানুষের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা একমাত্র বাংলা ভাষাই মেটাতে পারে। কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা বলার সময় বিদেশি ভাষার ব্যবহার করা হয় আর এটাই হচ্ছে এদেশের মানুষের বেদন বা বেদনার বিষয়।

গ) কী সহ্য করতে মানা করা হচ্ছে?

উত্তরঃ বাংলা ভাষার মধ্যে বিদেশি ভাষার ছড়াছড়ি সহ্য করতে মানা করা হচ্ছে।

ঘ) বাংলা ভাষাকে সহজ সরল ভাষা বলা হয়েছে কেন?

উত্তরঃ বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি। এ ভাষার মাধ্যমে আমরা যত সহজে আমাদের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারি অন্য কোন ভাষায় তা পারি না। এ কারনেই বাংলা ভাষাকে সহজ সরল ভাষা বলা হয়েছে।



## অধ্যায়-৯ (এলাকার উন্নয়ন)

### যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর:

১। মনে কর তোমরা সবাই মিলে একটি নতুন গ্রাম গড়তে যাচ্ছ। ঐ গ্রামের সামাজিক পরিবেশের উন্নয়নের জন্য কি কি সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন আলোচনা কর।

উত্তর: গ্রাম হচ্ছে আমাদের শিকড়। এই গ্রামাঞ্চলে যারা বাস করেন, তাদের সামাজিক পরিবেশের উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন। যথা:

- ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।
- খ) স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা উন্নয়ন সাধন করা।
- গ) যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁশের সাঁকো অথবা কালভার্ট স্থাপন করা।
- ঘ) নিরাপদ খাবার পানির জন্য নলকূপ স্থাপন করা।
- ঙ) বিদ্যুৎ সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- চ) প্রতিটি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

যদি উপরোক্ত সুবিধাগুলো একটি গ্রামে পর্যাপ্ত না থাকে তাহলে সেই গ্রামের সামাজিক পরিবেশ কখনো উন্নত করা সম্ভব না।

২। যারা শহরাঞ্চলে বাস করেন তাদের সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কি কি সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন আলোচনা কর।

উত্তর: শহরাঞ্চলে অনেক মানুষ একসাথে বসবাস করে। যারা শহরাঞ্চলে বাস করেন তাদের সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন। যথা:

- ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধি সাধন করা।
- খ) হাসপাতাল স্থাপন এবং উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ।
- গ) চলাচলের জন্য প্রশস্ত রাস্তা স্থাপন।
- ঘ) ময়লা নিষ্কাশনের জন্য নালা বা ড্রেনের ব্যবস্থা করা।
- ঙ) বাজার, পার্ক ও খেলার মাঠ স্থাপন।
- চ) বিদ্যুৎ ও গ্যাস সুবিধা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

যদি উপরোক্ত সুবিধাগুলো একটি শহরে পর্যাপ্ত না থাকে তাহলে সেই শহরের সামাজিক পরিবেশ কখনো উন্নত করা সম্ভব না।